

এসি দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার

গরমের সময়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এসি বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনার খবর প্রায়ই প্রকাশিত হয়। এসব দুর্ঘটনায় মর্মদায়ক হলেও নিহত ও আহত হওয়ার খবরও আমাদের শুনতে হয়। তবে নিম্ন-মানের এসি এবং অসতর্কতাই এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। USA National Fire Protection Association এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ২৯ জন এসি বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনায় মারা যায়।

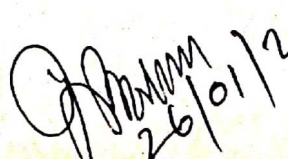
বাংলাদেশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে এসি দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় নিম্নমানের এসিতে বাজার সয়লাব। এসি বিস্ফোরণ বলতে কম্প্রসর বিস্ফোরণকে বুঝায়। এছাড়াও রেফ্রিজারেন্ট লিকেজ দুর্ঘটনাতেও মৃত্যু ঘটতে পারে।

এসি বা কম্প্রসর বিস্ফোরণের কারণঃ

- ১) সঠিকভাবে এসির রক্ষণাবেক্ষণ না করলে,
- ২) এসির কম্প্রসরে সঠিক মানের (Specification) রেফ্রিজারেন্ট চার্জ না করলে বা কম/বেশি রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করলে,
- ৩) এসির কনডেনসারে ময়লা জমলে,
- ৪) এসির অভ্যন্তরীণ পাইপের কোথাও ব্লকেজ বা লিকেজ হলে,
- ৫) সঠিক রেটিং এর সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার না করলে,
- ৬) এসির নিকট দহনযোগ্য কোনো পদার্থ রাখলে,
- ৭) কন্ডেন্সার কয়েলে বুলকালি (Grime) সহ ময়লা জমলে এসি তাপ বাইরে নিষ্কাশন করতে পারে না। ফলে কম্প্রসরের চাপ ও তাপ বৃদ্ধি পেয়ে কম্প্রসর বিস্ফোরিত হতে পারে;
- ৮) কম্প্রসরের লুব্রিকেন্ট ওয়েলের পরিমাণ কম থাকলে।

বিস্ফোরণ প্রতিরোধের উপায়ঃ

- ১) এয়ার ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার করা,
- ২) এয়ার কন্ডিশনার কয়েল পরিষ্কার করা,
- ৩) কন্ডেন্সার নিয়মিত পরিষ্কার করা,
- ৪) কম্প্রসরে প্রয়োজনের চেয়ে কম/বেশি রেফ্রিজারেন্ট চার্জ না করা,
- ৫) এসির নিকট কোন দহনযোগ্য/বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ না রাখা,
- ৬) সঠিক রেটিং এর সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা,
- ৭) মানসম্পন্ন কোম্পানির এসি ক্রয় করা,
- ৭) সর্বোপরি অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত টেকনিশিয়ান দ্বারা বছরে অন্তত একবার এসি পরীক্ষা করা।


(মোঃ রেজাউল ইসলাম প্রধান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
গবেষণা ও উন্নয়ন (অঃ দাঃ)